হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি - ৫

নুরুল্লাহ্ মাসুম

এবারের পর্বটা লেখার আগে সামান্য ভুমিকা দিতে চাই। দিগন্ত-এর লেখার উত্তর হিসেবে আমার এ লেখা। আমি কোথায়ও দিগন্তকে লিখতে নিষেধ করিনি, কারো করাও উচিত নয় বলে মনে করি। দিগন্ত তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলে যচেছন, আমি তাঁর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কেবল বলছি বিষয়টাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখে আপামর বাঙালী মুসলমান সমাজকে দায়ী না করে বিষয়টাকে সমাজের দুর্বল ও সবল শ্রেণীর চিরন্তন দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখার জন্য। আমি আমার লেখায় কোথায়ও বলিনি যে, দিগন্তের বর্ণিত ঘটনাগুলো সত্য নয়, বরং আমি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো স্বীকার করে নিয়েছি; কেননা এমন ঘটনা বাংলাদেশে নিয়মিত ঘটছে এবং দুর্বলরা অহরহ সবলের অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। এরপরও কয়েকজন লেখক ভিন্নমত-এর পাতায় আমাকে একহাত নিয়েছেন এই বলে যে, আমি দিগন্তের কথা বুঝতে পারিনি। আমাকে বুড়ো বানিয়ে, এছলামী জোসের লোক বানিয়ে যাচেছতাই ভাষায় লিখে যাচেছন। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, অনুগ্রহ করে আমার লেখাগুলো ভাল করে পড়ুন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার অবস্থানটা কোথায় এবং আমি কি বলতে চেয়েছি। দু'একজন লেখক যেভাবে অশালীন ভাষা ব্যবহার করছেন তাতে করে মুক্ত বিশ্বের লোকদের শালীনতা নিয়ে আমার সংশয় দেখা দিয়েছে। তারা একতরফা ভাবে গালিগালাজ করবেন তার যতদোষ নন্দঘোষ বলে প্রচারণা চালিয়ে যাবেন, এতে আমেরিকার গণতন্ত্রের চর্চার প্রতিফলনই ঘটছে। ঘটনাটা এমন, আমি যখন ভয় পাই সেটা হয় সাবধানতা, কালুমিয়া যখন ভয় পায় সেটা হয় ভীরুতা। ভিন্নমত এর পাতায় অমন লেখকের লেখার জবাব দেবার মত মানসিকতা আমার নেই।

এবার আসি দিগন্তের কথায়। আমার লেখা "হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি"-এর ৪টি পর্ব ছাপা হবার পরও দিগন্তের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পাইনি। তবে তিনি গল্পচছলে একটা লেখা পাঠিয়েছেন ভিন্নমত-এ। আমার কাছে ওটাকে একটা গল্প বলেই মনে হয়েছে, যদিবা তিনি রূপক গল্প দ্বারা আমাকে পরোক্ষভাবে একটা আঘাত করেছেন বটে। বেশ, লেখার অধিকার আপনার আছে, তবে আমি মনে করি সরাসরি কথা বলাটা ভাল। আমার লেখার কোন উত্তর যদি আপনার থাকে সরাসরি বলুন। মধ্যপ্রাচ্যের 'মূর্খ'র দেশে থাকলেও আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আপনার মতামতকে আমি শ্রদ্ধাও করি। আমার লেখায় কোন গালাগাল বা অশোভন কথা কখনোই পাবে না।

এবার দিগন্ত এর ৫ পর্ব নিয়ে কিছু কথা। হ্যাঁ দিগন্ত, আপনি হয়ত নিজের অজান্তেই কিছু অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেজন্যই আপত্তি উঠেছে। কারণ আপনি জানেন না কোনটা শালীন আর কোনটা অশালীন। যেমন ধরুন, 'অমুকের সন্তান' আর 'অমুকের বাচচা'- এদু'টো বাক্যের পার্থক্য কি আপনি বুঝতে পারেন? যদি পারেন তবে বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আপনাদের চট্টগ্রামের '.....নির পোঁয়া" যদি বাংলাদেশের অন্য এলাকায় ব্যবহার করেন পরিণতি কেমন হবে তা আপনার ভালকরেই জানা। যেমনটি ঢাকাইয়া "তোর মায়রে ....." । আমি যেহেতু আপনাদের মত মুক্ত বিশ্বের লোক নই, সেকারণে রুদ্র'র মত পুরো বাক্য বা শব্দ লিখতে পারলাম না। একারনেই আপনার ৪ পর্বটির ব্যাপারে অশালীনতার কথা উঠেছে। ৫ পর্বেও আপনি বেশ কিছু অশালীন কথা বলেছেন, আশা করি এবিষয়ে আপনার ভুল ভাঙ্গবে।

আপনার লেখা নিয়ে লিখতে শুরু করা থেকেই বলে আসছি আপনার দেয়া উদাহরণগুলো আমি কখনোই অস্বীকার করছি না, এমন ঘটনা আমাদের দেশে অহরহ ঘটছে, শুধু পার্বত্য এলাকায় নয়, সারা দেশ জুরে। বাংলা দৈনিক যুগান্তর খুললেই দেখবেন সেখানে ".....জেলায়.....খুন" শীর্ষক নিয়মিত সংবাদ। ধর্ষণ তো আরো নৈমত্তিক বিষয়। যদি সময় থাকে দয়া করে পরিসংখ্যানটা দেখবেন, প্রতিদিন কতটা খুন-ধর্ষনের ঘটনা ঘটছে এবং এর মধ্যে কতজন মুসলিম কতজন অন্য ধর্মের। আসলে দিগন্ত, বিষয়টা হচেছ ঐ সবল-দুর্বলের, ধর্মের নয়। আপনার মত জ্ঞানী লোককে এক কথা বার বার বলতে হবে না বলেই আশা করি। অবশ্য যদি আপনি বুঝতে চান, না চাইলে আমার কি সাধ্য স্বয়ং বুদ্ধও আপনাকে বুঝাতে পারবে না।

আপনি বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচেছ, অন্যদেশ নিয়ে আপনার কোন মাথা ব্যাথা নেই এবং সে বিষয়ে কথা উঠলে আপনি "হেসে মাটিতে লুটোপুটি" খান। বেশ ভাল কথা। অথচ আপনি আপনার লেখাতেই বলেছেন

আপনার পরিচিত কোন এক মুসলিম 'বৌদি' ভারতে গিয়ে বেশ ভাল আছেন। আমি বলতে চাইছি প্রয়োজনে আপনিও অন্য দেশের উদাহরণ টানেন। সেখানে অন্যরা টানলে দোষ খুঁজে পান কেন ভাই? পৃথিবীর সব কিছুই আপেক্ষিক, সেকারণে যে কোন আলোচনাতেই সম্পুরক উদাহরণ এসে যায়। এতে হাসিরও কিছু নেই, গোস্বা হবারও কিছু নেই। মৌলবাদ আসলেই ভয়ংকর। তবে কথা হল মৌলবাদ কেবল ধর্মের উপর ভিত্তি করে হয় না, কখনো কখনো জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করেও হয়। আর আপনিতো কেবল ইসলামী মৌলবাদীদের দায়ী করে লিখে যাচেছন। হিন্দু মৌলবাদী, খৃষ্টান মৌলবাদী, ইহুদী মৌলবাদী সম্পর্কে আপনার হাতের কলম ওঠেনা, এটাই বিস্ময়ের বিষয়। আপনিতো কুপমন্ডুক নন, আপনার দৃষ্টি কেন সংকীর্ণ হবে?

আপনি বলছেন, "মুসলিম মানে জঞ্জাল, মুসলিম মানে অত্যাচার, খুন খারাবি সম্বলিত এক দলিল।" কথাটা কতখানি সত্য "বুদ্ধ"র নাম স্মরণ করে ভেবে দেখবেন। আপনি আরো বলেছেন, "তাইতো সারা পৃথিবী ব্যাপি কি দেখছি। অন্য কোন জাতির তো কোন সমস্যা দেখি না, আপনাদের কেন পৃথিবী ব্যাপি সমস্যা?" চমৎকার অন্ধ হবার ভান করছেন সাহেব। একেই বলে জেগে ঘুমানো। উত্তর আয়ারল্যান্ডের নাম শুনেছেন? ওরা দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়ছে। প্রান দিয়েছে অনেক, নিয়েছেও অনেক। ওটা কি ওদের সমস্যা নয়? ববি স্যান্ডসের কথা আপনার মনে থাকার কথা, ৬৩ দিন অনশন করে তিনি মরলেন, আপনাদের সভ্য জগতের নেতারা কোন কথাই সেদিন বলেনি। হায়রে সভ্যতা। ওটাকে আপনার কাছে সমস্যা বলে মনে হবে কেন? ও সমস্যার হোতারাতো আপনাদের গুরু, ওদের কথাতেই তো আপনার চলেন। তাই আপনারা ওদের সমস্যাকে দেখেন না, দেখলোও রঙিন চশমা দিয়ে দেখেন। শ্রীলঙ্কার তামিল ও সিংহলী সমস্যাও আপনার কাছে সমস্যা নয়, অথচ ঐ দু'টি গোষ্ঠীর একটিও মুসলিম নয়। বলুন ওটাও কোন সমস্যা নয়। ভারতের আসাম রাজ্যের বাঙালী খেদাও আন্দোলন? নিশ্চয়ই এটা কোন সমস্যা নয়, কেননা আন্দোলনকারীরা মুসলমান নয়। সাইপ্রাস যে দু'ভাগ হয়ে গেল জাতিগত সমস্যার কারণে, সেটাও আপনার কাছে সমস্যা নয়, কেননা ওখানে কোন পক্ষই মুসলমান নয়। আপনি কেবল মুসলমান জড়িত থাকলেই বিষয়টাকে সমস্যা বলে দেখেন, কারণ আপনার মুরুব্বিরা মুসলমানদের দেখতে পারে না। কথাটা বোধহয় একশতভাগ সঠিক হলো না। আপনার মুরুব্বিরা মুসলিম দেশকেও ভাল চোখে দেখে যদি সেখানে তাদের স্বার্থ থাকে। এই স্বার্থের কারনেই তারা মধ্যপ্রাচ্যের অগণতান্ত্রিক দেশ গুলোর সরকারকে তারা সমর্থন দেয়। প্রয়োজনে তারা সাদ্দাম তৈরী করে, সাদ্দাম বিতারণ করে। আর আমাদের দেশের মত ক্ষূদ্র দেশে ভৌগলিক, কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে তালিবানী রাষ্ট্র বানাবার আয়োজন করে; আপনারা সেই আয়োজনে সহায়তা করেন মাত্র। আপনাদের আর তো কোন দোষ নেই। তবে আমেরিকার ইরাক দখলে আনন্দে আত্মহারা অন্যান্য আরবদেশগুলো এখন যেমন পস্তাচেছ, তেমনি আপনারাও একদিন পস্তাবেন সাহেব, যদি পস্তাবার মত মানষিকতা ও বিচা-বুদ্ধি আপনাদের থেকে থাকে।

মুসলমানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ আরবীতে পড়ে। এনিয়ে আপনি কত কটাক্ষই না করেছেন। কেন করেছেন জানেন? আপনার ধর্মগ্রন্থ বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ভাষা যথাক্রমে পালি এবং সংস্কৃত এখন আর কোথাও রাষ্ট্রভাষা নেই, তাই কারো মাথা ব্যাথাও নেই। অপরপক্ষে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা আরবী পৃথিবীর বিশাল একটা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। যে কারনে খোদ বিবিসি তার বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে ২৪ ঘন্টায় ১২ বার আরবী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এটা নিশ্চয়ই না জানার ভান করবেন না। সেই আরবীতে মুসলমানরা ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ে বলে তাদের আপনি আরবে চলে যেতে বলেছেন। বেশ ভাল কথা। আপনার হিসেব মত সকল ইহুদীকে ইসরায়েল যেতে হবে। সকল খৃষ্টানকেও যেতে হয় ইসরাইলে, কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থও আবির্ভূত হয়েছিল বর্তমান ইসরাইল ভূ-খন্ডে। আপনারা কোথায় যাবেন সাহেব। আমার জানামতে পালি কোন দেশের রাষ্ট্রভাষা নেই আধুনিক জগতে। সকল হিন্দু কোথায় যাবে সাহেব? ভারতেও এখন রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, সংস্কৃত কেবল ধর্মগ্রন্থের ভাষা। আমি কি ভুল বললাম? ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ক'জন হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রান দিয়েছিল? প্রসঙ্গক্রমে আমি শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ এর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, তিনি সে সময়ে রাষ্ট্রভাষা বিল প্রাদেশীক আইন সভায় তুলেছিলেন। আসল কথা হচেছ দিগন্ত সাহেব, ধর্ম এখানে মুখ্য নয়, বাঙালীত্বই হচেছ মুখ্য বিষয়। আপনি নিজেই যেখানে বাঙালী নন, বাংলা নিয়ে আপনার মায়া কান্না কেমন তা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়।

পার্বত্য এলাকায় আর্মীর অত্যাচারের কথা সবাই জানে। আর্মী যে কাজ করে সেটা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব নয়। বিষয়টা আপনিও জানেন। আর্মী কাজ করে সরকারের নির্দেশে। কুমিল্লা সেনানিবাসের পাশের গ্রামটি যখন আর্মী দখল করে নেয় তাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে থেকে তখনতো আপনাদের আর্তনাদ শুনিনি। ওখানে কোন সংখ্যালঘু ছিলনা বলে কি? হতে পারে। ব্যাপারটা হচেছ এরকম, আর্মী সরকারের নির্দেশে কাজ করে, সেখানে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যা লঘু বলে

কোন কথা নেই, ওদের প্রয়োজনে ওরা কাজ করে, কারা ক্ষতিগ্রস্থ হলো সেটা তারা বিবেচনা করে না। আর্মীও আমাদের দেশে একটা পৃথক জাত। আর সরকার ও আর্মী উভয়ে আপনাদেরর প্রভুর নির্দেশে চলে। আপনি বাংলাদেশটাকে তালেবানী রাষ্ট্র বানাতে যে ভুমিকা রাখছেন, সরকার ও আর্মী একই ভুমিকায় - তবে একটু ভিন্নভাবে। এটা আগের লেখায়ও বলেছি। যেনতেন প্রকারে আপনার প্রভুর দরকার আমাদের দেশে আস্তানা গেড়ে বসা, কারনটা হলো ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা কিছুটা গরীব চাষার ঘরে সুন্দরী কন্যা জন্ম নেবার মত। আর সে কারনেই আপনারা গুরুরা আপনাদের নিয়োগ করেছেন দেশটাকে দখল করার পটভূমি তৈরী করার কাজে। এবং আপনারা জেনেশুনেই কাজটা করছেন ভাল প্রাপ্তির আশায়। আমি জানি আমার কথা আপনাদের ভাল লাগবে না, তিতা লাগবে।

আপনি কি জানেন, সম্প্রতি আমাদের সদাসয়(!) সরকার বাহাদুর আমেরিকার সাথে একটা গোপন চুক্তি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত কোন মার্কিন সেনা সদস্য বাংলাদেশ ভূ–খন্ডে কোন প্রকার অপরাধ করলে বাংলাদেশে তার বিচার করা যাবে না। নতজানু সরকার তা মেনে নিয়েছে সংসদকে পাশ কাটিয়ে। বলুনতো এমন কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অধিকার কি আমেরিকার সরকারের আছে সে দেশের কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে? আমাদের দেশে তা সম্ভব হয়েছে, কেননা আমাদের সরকার আমেরিকার তাবেদারী করে। আমেরিকার গণতন্ত্রের নমুনা আরো অনেক আছে, সেগুলো লিখে পাতা ভরাতে চাই না। আর আপনারা হচেছন সেই প্রভুভক্ত লেখক, আপনাদের লেখার গনতন্ত্রও তেমনি, যেমনটি আমাদের সমাজে বলা হয়ে থাকে, “শালিশী মানতে রাজি, তাল গাছটা কিন্তু আমারই চাই”।

সবাই ভাল থাকুন, শান্তিতে থাকুন।

নুরুল্লাহ্ মাসুম, দুবাই থেকে।
৮ অক্টোবর, ২০০৩